Raqi Faisal Ahmed Sabit

Cumilla Medical College

Center: Al Quranic Ruqyah healing

+880 1886 608 999

WhatsApp Contact

Cumilla, Bangladesh

রুকইয়াহ গাইডলাইন

চোখের সমস্যা, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি, বদনজর (Evil Eye) এবং চোখের জাদুর চিকিৎসার জন্য কুরআনে বর্ণিত ‘চোখ’ (Ain/Basar) বা ‘দৃষ্টি’ সম্পর্কিত বিশেষ আয়াতসমূহ। এই আমলটি চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি এবং চোখের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সমস্যার শেফার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী।

১. দৃষ্টিশক্তি ও চোখের নেয়ামত (Creation of Sight)

সুরা আল-বালাদ, ৯০:৮

তাকরার: ৩/৭ বার

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ

আমি কি তাকে দুটি চোখ দিইনি?

সুরা আন-নাহল, ১৬:৭৮

তাকরার: ৩/৭ বার

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনি তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

সুরা আস-সাজদাহ, ৩২:৯

তাকরার: ৩/৭ বার

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

...এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

সুরা আল-মুলক, ৬৭:২৩

তাকরার: ৩/৭ বার

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

বলুন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কান, চোখ ও হৃদয়।

২. দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছতা (Sharpness & Clarity)

সুরা ক্বাফ, ৫০:২২

সবচেয়ে কার্যকরী

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

এখন আমি তোমার সম্মুখ থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি; তাই আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ।

** চোখের ঝাপসা ভাব দূর করতে এটি সর্বাধিক পঠিত আয়াত।*

সুরা ইউসুফ, ১২:৯৩

তাকরার: ৭/১১ বার

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا

আমার এই জামাটি নিয়ে যাও, এটি আমার পিতার চেহারার ওপর রাখবে, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:৭

তাকরার: ৩/৭ বার

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

সুতরাং যখন দৃষ্টি চমকে যাবে...

৩. বদনজর ও হাসাদ নষ্ট করার আয়াত (Against Evil Eye)

সুরা আল-মুলক, ৬৭:৩

তাকরার: ৭ বার

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি?

সুরা আল-মুলক, ৬৭:৪

তাকরার: ৭ বার

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

সুরা আল-কালাম, ৬৮:৫১

তাকরার: ৭/১১ বার

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

কাফেররা যখন কুরআন শোনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে যেন তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে।

সুরা আল-কাহফ, ১৮:৩৯

তাকরার: ৭ বার

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহ যা চেয়েছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

** বদনজর কাটানোর জন্য 'মা-শা-আল্লাহ' বাক্যটি অত্যন্ত শক্তিশালী।*

৪. আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরের আয়াত (Protection)

সুরা ত্ব-হা, ২০:৩৯

তাকরার: ৩ বার

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

...যাতে তুমি আমার চোখের সামনে (তত্ত্বাবধানে) লালিত-পালিত হও।

সুরা আত-তূর, ৫২:৪৮

তাকরার: ৩ বার

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন; আপনি আমার চোখের সামনেই (হেফাজতে) আছেন।

৫. বিশেষ আমল ও প্রাসঙ্গিক আয়াত

সুরা আল-বাকারাহ, ২:২০

তাকরার: ২১ বার

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

বিদ্যুৎ চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়।

** চোখের ব্লকেজ খোলার নিয়তে এই আয়াতটি বিশেষ ফলপ্রসূ।*

সুরা আন-নূর, ২৪:৩৫

আয়াতুন নূর

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর...

** চোখের জ্যোতি এবং রুহানি দৃষ্টি খোলার জন্য।*

ব্যবহারবিধি ও লক্ষণসমূহ

ব্যবহারবিধি:

- আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে চোখ ধোয়া (Eye wash) করুন।
- 'সুরমা'র ওপর দম করে সেই সুরমা চোখে ব্যবহার করুন।
- বিশেষ করে **সুরা ক্বাফ (৫০:২২)** আয়াতটি চোখের সমস্যার জন্য অদ্বিতীয়।
- বদনজরের ক্ষেত্রে সুরা মূলকের ৩-৪ নং আয়াত বারবার পড়ুন।

সম্ভাব্য লক্ষণ (রুকইয়াহ চলাকালীন):

- চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়া।
- চোখ জ্বালাপোড়া বা গরম অনুভব হওয়া।
- প্রচণ্ড ঘুম আসা বা বারবার হাই তোলা।
- চোখের পাতা ভারি হয়ে আসা।

"শাফাকাকাল্লাহু শিফাআন আজিলা" - আল্লাহ আপনাকে দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন।

© 2024 Developed for Raqi Faisal Ahmed Sabit